৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

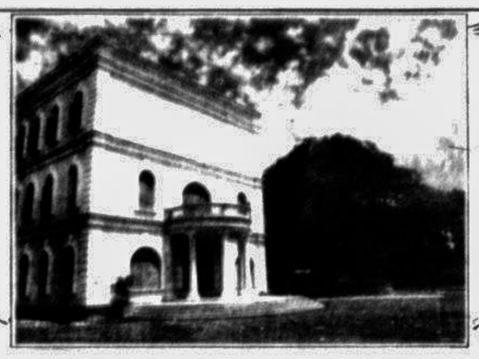

বাংলা একাডেমী

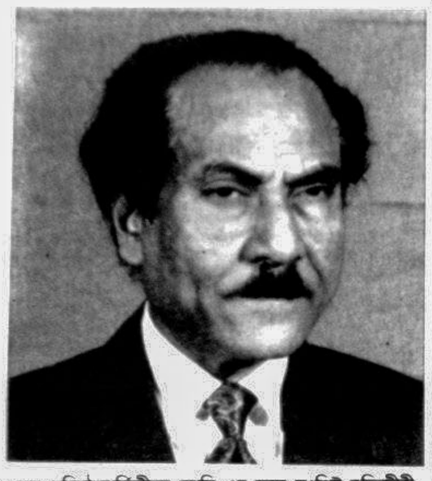

বাংলা একাডেমীর ৪১-তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক ও গবেষণাকর্মীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সামগ্রিক বিকাশে বাংলা একাডেমী তার ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে সমর্থ হবে বলে আমি আশা করি।

আমাদের জাতীয় চেতনার সত্যিকার উন্মেষ ঘটেছে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। বাংলা একাডেমী এই ভাষা আন্দোলনেরই অন্যতম ফসল। এই একাডমী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে হাজার হাজার বাঙালীর ভাষাপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। একাডেমী জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হবে, এটা সবার প্রত্যাশা।

বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত—প্রতিষ্ঠা দিবসে এই কথাটি আমি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রিয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে অনন্য ভূমিকা পালন করুক—এই কামনা করি।

(বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ)
রাষ্ট্রপতি
ও
বাংলা একাডেমীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর বাণী

বাংলা একাডেমী আমাদের হৃদয় থেকে উৎসারিত একটি অমূল্য প্রতিষ্ঠান। এই একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য সংগ্রামী মানুষের আত্মত্যাগের ফলে। যে ভবনে বসে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হতো, জনগণের প্রাণপণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই ভবনেই বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলা একাডেমীর সাম্প্রতিক ব্যাপক কর্মকাণ্ড জাতির চেতনাকে শাণিত করেছে। বাংলা একাডেমীর অভিধানসমূহ দেশ ও বিদেশে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছে। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো আমাদের জ্ঞানজগতের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। 'তরুণ লেখক প্রকল্প' বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলা একাডেমী তরুণ সাহিত্যব্রতীদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রশ্নে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বাংলা একাডেমীকে নৈতিক, বস্তুগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যাপারে আমরা সতত প্রস্তুত। জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলা একাডেমীর মতো মনন-সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। জনগণের সংগ্রামী চেতনার মতোই বাংলা একাডেমী দীর্ঘজীবী হোক — প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভলগ্নে এই কামনা করি।

(ওবায়দুল কাদের)
প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাংলা একাডেমীর ইতিহাস ও কার্যক্রম

১. সাংগঠনিক পরিচিতি

বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর। এদিন 'বর্ধমান হাউস'-এর সম্মুখস্থ বটতলায় উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পূর্ববাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার 'উদ্বোধন-ভাষণ' প্রদান করেন। পূর্ববাংলার তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী জনাব আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরীও অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান করেন।

এর আগে ১৯৫৫ সালের ২৬ নভেম্বর পূর্ববাংলা সরকার বাংলা একাডেমীর আয়োজক সমিতি (প্রিপারেটরি কমিটি) গঠন করে আদেশ জারী করেন। জনাব মুহম্মদ বরকতউল্লাহ একাডেমীর স্পেশাল অফিসার (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সালের ১ ডিসেম্বর ড. মুহম্মদ এনামুল হক বাংলা একাডেমীর পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনিই একাডেমীর প্রথম পরিচালক। ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে 'দি বেংগলি একাডেমী অ্যাক্ট ১৯৫৭' গৃহীত হয়। এই আইনে বাংলা একাডেমীকে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদান করা হয়। ১০ আগস্ট, ১৯৫৭ তারিখে উক্ত আইন বলবৎ হয়। এই আইনে বাংলা একাডেমী কাউন্সিল গঠনের বিধান থাকায় একাডেমীর আয়োজক সমিতি 'কাউন্সিল'-এর নাম ও মর্যাদা লাভ করে। বাংলা একাডেমী কাউন্সিল-এ ৬ জন নির্বাচিত সদস্যের বিধান রাখা হয়। কাউন্সিল-এর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২৬ মার্চ ১৯৫৮ তারিখে।

বাংলা একাডেমীর কাজ শুরু হয় গবেষণা বিভাগ, অনুবাদ বিভাগ, সংকলন ও প্রকাশনা বিভাগ এবং সংস্কৃতি বিভাগ নামে চারটি বিভাগ নিয়ে। ১৮.০৫.৫৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০ম সভায় আয়োজক সমিতি বিভাগসমূহের পুনর্বিন্যাস করে ৬টি বিভাগ গঠন করেন। বিভাগগুলো হলো : (১) গবেষণা বিভাগ (২) অনুবাদ বিভাগ (৩) সংকলন বিভাগ (৪) প্রকাশন ও বিক্রয় বিভাগ (৫) সংস্কৃতি বিভাগ (৬) গ্রন্থাগার বিভাগ। একাডেমীর বিভাগসমূহের এই বিন্যাস ১৯৭২ সালের ১৬ মে পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল। তবে গঠনের পরপরই এসব বিভাগ কাজ শুরু করতে পারেনি।

গবেষণা বিভাগের প্রতিষ্ঠা ও সূচনা হয় ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অনুবাদ বিভাগ কাজ শুরু করে ১৯৬১-৬২ সাল থেকে। সংস্কৃতি বিভাগ ও গ্রন্থাগার বিভাগ চালু হয় ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে। প্রকাশন বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৭ সালের গোড়ার দিকে।

অতঃপর ১৯৬০ সালের ২৬ জুলাই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর 'দি বেংগলি একাডেমী (এমেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স' জারী করেন। এতে সভাপতি নিয়োগ সহ কাউন্সিল গঠন বিষয়ে কিছু সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ছাড়া একাডেমীর কর্মকাণ্ড পরিচালনা বিষয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরো প্রত্যক্ষ এবং জোরদার করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালের ১৭ মে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি 'দি বাংলা একাডেমী অর্ডার, ১৯৭২' জারী করেন। এই আদেশ দ্বারা কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর সাথে সমন্বিত হয়, কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে 'কার্যনির্বাহী পরিষদ' করা হয় এবং বাংলা একাডেমীর প্রধান নির্বাহী হিসেবে মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান প্রফেসর ময়হারুল ইসলাম বাংলা একাডেমীর প্রথম মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। এই আদেশে বাংলা একাডেমীর বিভাগসমূহ পুনর্বিন্যস্ত করে মোট ৭টি বিভাগ গঠন করা হয়। বিভাগসমূহ হচ্ছে : (১) প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগ (২) গবেষণা ও সংকলন বিভাগ (৩) অনুবাদ বিভাগ (৪) সংস্কৃতি বিভাগ (৫) প্রকাশন, বিক্রয় ও প্রেস বিভাগ (৬) পাঠ্যপুস্তক বিভাগ (৭) ফোকলোর বিভাগ। এরপর ১৯৭৮ সালের ৬ জুন 'দি বাংলা একাডেমী অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৮' জারী করা হয়। ১৯৭৮ সালের অধ্যাদেশে বাংলা একাডেমীর বিভাগসমূহের সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখা হয়। বর্তমানে বাংলা একাডেমী উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।

কিন্তু ২৫ মে ১৯৮৩ তারিখে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের এক আদেশবলে একাডেমীর বিভাগসমূহের সংখ্যা কমিয়ে ৪টিতে নিয়ে আসা হয় এবং গ্রন্থাগারকে পৃথক করা হয়। বর্তমানে বাংলা একাডেমীতে ৪জন পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীনে ৪টি বিভাগ রয়েছে এবং পরিচালকের সমমর্যাদা-সম্পন্ন প্রধান গ্রন্থাগারিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে গ্রন্থাগার। বাংলা একাডেমীর বর্তমান ৪টি বিভাগ নিম্নরূপ : (১) গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ (২) ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ (৩) পাঠ্যপুস্তক বিভাগ (৪) প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ।

বিভাগসমূহ ছাড়া একাডেমীতে বাংলা একাডেমী প্রেস নামে একটি আধুনিক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উপপরিচালক পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন ব্যবস্থাপক এটি পরিচালনা করেন।

একাডেমীর ১৮টি উপবিভাগ নিম্নরূপে বিন্যস্ত :

(ক) গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
(১) গবেষণা, (২) সংকলন, (৩) ফোকলোর;

(খ) ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
(১) ভাষা ও সাহিত্য, (২) সংস্কৃতি, (৩) পত্রিকা, (৪) সাপ্তাহিকী ;

(গ) পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
(১) ভৌতবিজ্ঞান ও প্রকৌশল, (২) জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা ও কৃষি-বিজ্ঞান, (৩) সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য ;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ
(১) প্রাতিষ্ঠানিক, (২) পরিকল্পনা, (৩) ভাষা-প্রশিক্ষণ, (৪) কারিগরি প্রশিক্ষণ ;

(ঙ) মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন
(১) সমন্বয় ও জনসংযোগ

(চ) সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীন
(১) বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন, (২) হিসাবরক্ষণ ও বাজেট, এবং (৩) পরিষদ।

২. বাংলা একাডেমীর বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগের কার্যক্রম

ক. গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ

তিনটি উপবিভাগ সমন্বয়ে গঠিত এই বিভাগের জনশক্তির সংখ্যা ৪৬ জন। উপবিভাগ সমূহের নাম যথাক্রমে গবেষণা উপবিভাগ, সংকলন উপবিভাগ ও ফোকলোর উপবিভাগ।

গবেষণা উপবিভাগ

এই উপবিভাগ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষণাধর্মী বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। এ সব প্রকল্পের অধীনে মূলত সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কিত বিবিধ বিষয়ের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। গবেষণাকর্মে উৎসাহ প্রদানের জন্য নিয়মিত গবেষণা বৃত্তিও দেয়া হয়। এই উপবিভাগের অন্তর্গত শহীদুল্লাহ গবেষণা কক্ষে রক্ষিত বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য পুরনো পত্র-পত্রিকা ও পুঁথিপত্রাদি ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে দেশ-বিদেশের নতুন ও লব্ধ প্রতিষ্ঠিত গবেষকদের গবেষণাকর্মে সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়।

বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারকল্পে গবেষণা উপবিভাগ সনের শতক থেকে আঠারো শতকের দুহাজার কলমীপুঁথি সংগ্রহ করেছে।

বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার একটি প্রকল্প ছাড়াও এ উপবিভাগের আরেকটি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প জীবনী গ্রন্থমালা প্রণয়ন ও প্রকাশ করা। এ পর্যন্ত একশত পঞ্চাশেরও বেশী জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

সংকলন উপবিভাগ

অভিধান ও প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনাবলী প্রকাশ এই উপবিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া ভাষা আন্দোলন বিষয়ক গ্রন্থ ও সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে সংকলন জাতীয় গ্রন্থও প্রকাশ করে থাকে। প্রতি বছর একুশের কার্যক্রম অনুসারে একুশের স্মারকগ্রন্থ ও একুশের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

সংকলন উপবিভাগে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, যথাশব্দ ইত্যাদি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু হয়। ছোটদের অভিধান, উচ্চারণ অভিধান, বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, ইংরেজি-বাংলা অভিধান, বাংলা-ইংরেজি অভিধান, সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও বিজ্ঞান বিশ্বকোষ, চরিতাভিধান ইত্যাদির কাজ চলছে। রচনাবলী প্রকাশ করাও এ উপবিভাগের দায়িত্ব। নজরুল রচনাবলী একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা। এর দ্বিতীয় সংস্করণও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও কাজী আবদুল ওদুদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মুহম্মদ বরকতুল্লাহ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, এস. ওয়াজেদ আলী, বেগম রোকেয়া, কায়কোবাদ, মুনীর চৌধুরী, মুহম্মদ আবদুল হাই, আবুল ফজল, মুহম্মদ সিদ্দিক খান, হাসান হাফিজুর রহমান, আহসান হাবীব প্রমুখের রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। ভাষা শহীদ গ্রন্থমেলা শিরোনামায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় ও জনপ্রিয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

ফোকলোর উপবিভাগ

বাংলা একাডেমী তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ফোকলোর চর্চাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ১৯৬০ সাল থেকে ফোকলোর আরকাইভসে বিপুল সংখ্যক ফোকলোর উপাদানের ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে — যা এদেশে সর্ববৃহৎ লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা হিসেবে স্বীকৃত। হস্তলিখিত খাতায় প্রায় এক হাজার ভলিয়্যুমে উপাদানগুলি সংরক্ষিত আছে। এই সংগৃহীত উপাদান থেকে এ পর্যন্ত ৬৪ খণ্ড লোকসাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া লোকশিল্পের দুর্লভ নিদর্শন নিয়ে গড়ে উঠেছে ফোকলোর সংগ্রহশালা। সংগৃহীত এই সব উপাদান দেশী এবং বিদেশী গবেষকরা ব্যবহার করেছেন এবং করছেন।

১৯৮৫ সাল থেকে ফোকলোর চর্চার আধুনিকায়নের দিকে মনোনিবেশ করা হয়। তিনটি আন্তর্জাতিক এবং দুটি আঞ্চলিক ফোকলোর কর্মশালার মাধ্যমে এদেশের তরুণ ফোকলোর অনুরাগীদের তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদেশ থেকে যাঁরা প্রশিক্ষণ দিতে আসেন তাঁদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. এ্যালান ডাণ্ডেস, পেনসিলভেনিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. হেনরি গ্লাসি, ফিনল্যাণ্ডের নর্ডিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক লাউরি হংকো এবং ভারতের ড. জহরলাল হাণ্ডু প্রমুখ। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাদি ছাড়াও এই উপবিভাগ ফোকলোর বিষয়ক কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য, বাংলাদেশের মৃৎশিল্প, বাংলাদেশের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, মহররম বেড়া ভাসান প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি বাংলা একাডেমী নোরাড-এর অর্থানুকূল্যে লোকসঙ্গীত সংগ্রহ ও দলিলীকরণ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বিলুপ্তপ্রায় ও ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত সংগ্রহ করেছে। তাছাড়া খ্যাতনামা ও প্রবীণ লোকসংগীত শিল্পীদের জীবন-তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই ফিল্ডওয়ার্কের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ চলছে।

খ. ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ

চারটি উপবিভাগ সমন্বয়ে গঠিত এই বিভাগের অনুমোদিত জনশক্তির সংখ্যা ৮৮ জন।

উপবিভাগগুলোর নাম যথাক্রমে ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ, সংস্কৃতি উপবিভাগ, পত্রিকা উপবিভাগ এবং সাপ্তাহিকী উপবিভাগ।

ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ও প্রকাশ করা এই উপবিভাগের প্রধান দায়িত্ব। এ উপবিভাগ বিদেশী ভাষায় রচিত আকর গ্রন্থের অনুবাদ, পরিভাষা প্রণয়ন ও প্রকাশ করে। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, হালিমা-শরফুদ্দিন বিজ্ঞান লেখক পুরস্কার এবং সাদত আলী আখন সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের আনুষ্ঠানিক আয়োজন এই উপবিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এই উপবিভাগ শিশু-কিশোর উপযোগী গ্রন্থও প্রকাশ করে।

এই উপবিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের নাম চিরায়ত কিশোর গ্রন্থমেলা, হোমারের ইলিয়াড : অনুবাদ আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ফ্রীডরিশ নীটশের জরথুস্ত্র বললেন : অনুবাদ মহিউদ্দীন, হোমারের অডিসি : অনুবাদ হাসান হাফিজুর রহমান, জহীরউদ্দীন মুহম্মদ বাবুর-এর বাবুরনামা : অনুবাদ ইব্রাহিম খাঁ, ফেরদৌসীর শাহনামা : অনুবাদ মনিরউদ্দীন ইউসুফ প্রভৃতি।

সংস্কৃতি উপবিভাগ

বাংলা একাডেমী যাবতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাহিত্য অনুষ্ঠানের আয়োজক সংস্কৃতি উপবিভাগ। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান-সমূহের মধ্যে আছে অমর একুশে উদযাপন, নববর্ষ, বৈশাখী লোক উৎসব, রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী এবং বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ক সাহিত্য সভা।

পত্রিকা উপবিভাগ এবং সাপ্তাহিকী উপবিভাগ

বাংলা একাডেমীর ৬টি পত্রিকা যথাক্রমে বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ধানশালিকের দেশ, বাংলা একাডেমী জার্নাল, উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা এবং লেখা পত্রিকা এই উপবিভাগদ্বয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়।

গ. পাঠ্যপুস্তক বিভাগ

তিনটি উপবিভাগ সমন্বয়ে গঠিত এই বিভাগের জনশক্তির সংখ্যা ৪০ জন।

উপবিভাগসমূহের নাম যথাক্রমে ভৌতবিজ্ঞান ও প্রকৌশল উপবিভাগ, জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিদ্যা উপবিভাগ এবং সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ। উচ্চ শিক্ষাস্তরে বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্য-সহায়ক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করা এই উপবিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের ব্যাপারে এই বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে। ১৯৯২ সালে আয়োজিত 'উচ্চশিক্ষাস্তরে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন' কর্মশালার মাধ্যমে এই বিভাগ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করে এবং তা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থীদের অতি প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের তালিকা ও লেখক তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে এই বিভাগ উচ্চশিক্ষাস্তরে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশন এবং এর উন্নয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছে।

ভৌতবিজ্ঞান ও প্রকৌশল উপবিভাগ

ভৌত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন গণিত, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, পরিসংখ্যান, ফলিত রসায়ন, ফলিত পদার্থবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি এবং প্রকৌশল বিষয়ে পাঠ্য ও পাঠ্যসহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা এই উপবিভাগের প্রধান দায়িত্ব। দেশের সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ এ উপবিভাগ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকেন। ইতিমধ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ১৬টি ব্যাচ এবং গাঁটলিপি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১০টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।

৩. গ্রন্থাগার বিভাগ

বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারে প্রায় ৮২ হাজার গ্রন্থ এবং ৪৫ হাজার পত্র-পত্রিকা সংরক্ষিত আছে। গ্রন্থাগারের বেশ কিছু প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পুঁথি ও দলিল আছে যা গবেষকদের প্রয়োজনে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। মুক্তাগাছার জমিদারের ব্যক্তিগত সংগ্রহের এগারো হাজার গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ছাড়াও সিকান্দার আবু জাফর, শহীদ-জননী জাহানারা ইমাম, খানবাহাদুর আবদুল হাকিম ও মাহমুদ হাসানের ব্যক্তিগত সংগ্রহের দুর্লভ ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ এখন বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারের সম্পদ সংগ্রহের দুর্লভ ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ এখন বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারের সম্পদ হিসাবে সংরক্ষিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩. বাংলা একাডেমী প্রেস

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সরকারি অফিস-আদালত, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রবর্তনের যে-নির্দেশ প্রদান করেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলা-মাধ্যম প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষায় রচিত পাঠ্য ও সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

প্রণীত গ্রন্থসমূহ নিজ তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠুভাবে মুদ্রণের জন্য বাংলা একাডেমীর একটি নিজস্ব ছাপাখানা রয়েছে। এটি মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার অব্যবহিত পর অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩ সালে স্থাপিত হয়। রাশিয়ার তৈরি মেশিনপত্র নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছিলো। পরে ইংল্যান্ড ও চীনের কিছু মেশিনপত্র এনে প্রেসকে সমৃদ্ধ করা হয়। গত ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত প্রেসটি মূলত লেটারপ্রেস ভিত্তিকই রয়ে যায়।

দীর্ঘ দুই দশকের অধিক পুরনো মেশিনপত্রে একাডেমীর বর্তমান পরিধির মুদ্রণ ও প্রকাশন সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পন্ন করতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিলো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসটিকে আধুনিক প্রযুক্তিতে আধুনিকী-করণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ জন্যে ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরের শেষ দিকে সরকারের নিকট থেকে ৩১৪.০০ লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়া যায়। সরকার কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত উক্ত অর্থে স্থানীয়ভাবে যন্ত্রপাতি ক্রয় ও বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছে।

আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে যেসব মেশিনপত্র ক্রয় ও আমদানি করা হয় তার মধ্যে রয়েছে দশ টারমিনাল সংবলিত কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, দুইটি অফসেট প্রিন্টিং মেশিন, একটি কম্পিউটারাইজড পেপার কাটার, দশ ইউনিটবিশিষ্ট বাঁধাই মেশিন, একটি প্রসেস ক্যামেরাসহ কনট্রাস্ট প্রিন্টার, একটি প্রিন্টিং ডাউন ফ্রেম ও অটো প্লেট প্রসেসর, একটি ল্যামিনেটিং মেশিন এবং স্থাপনার পর কমপক্ষে দুবছর প্রিন্টিং মেশিনগুলো সচল রাখার উপযোগী কাঁচামাল ও রাসায়নিক দ্রব্য।

আধুনিক প্রেসের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে পুরনো লেটারপ্রেস ব্যবস্থাধীন ম্যানুয়াল বাঁধাইখানা, কম্পোজ ও মুদ্রণ শাখাগুলোতেও কাজ হচ্ছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালের ১৭ মে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি 'দি বাংলা একাডেমী অর্ডার, ১৯৭২' জারী করেন। এই আদেশ দ্বারা কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর সাথে সমন্বিত হয়, কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে 'কার্যনির্বাহী পরিষদ' করা হয়।

মহান স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী বর্ষে ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের পবিত্র স্মৃতি-বিজড়িত ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার একচল্লিশ বছর পূর্ণ হওয়ার সংবাদে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। নবতর পর্যায়ে বাঙালীর স্বাধিকার-চেতনার সূচনালগ্নে বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বাংলা একাডেমী এমন এক প্রতিষ্ঠান, যা জনগণের স্বপ্ন ও আদর্শ থেকে জন্ম লাভ করেছে। '৫২-র মহান ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম ফসল, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান এই বাংলা একাডেমী। ভাষা-শহীদদের আত্মদানের মূল্যেই সম্ভবপর হয়েছে এর প্রতিষ্ঠা। আজ বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা দিবসের এই শুভলগ্নে আমি মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

আমি জেনে আনন্দিত যে, প্রতিষ্ঠার পর থেকে একাডেমী চার হাজারেরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। কালের ধারাবাহিকতায় বাংলা একাডেমী আয়োজিত অমর একুশের গ্রন্থমেলা এখন আমাদের অন্যতম জাতীয় উৎসব। বাংলা একাডেমীর প্রতি জনগণের অকৃত্রিম বিশ্বাস ও সমর্থন এসব সম্ভবপর করে তুলেছে। আমি আশা করি, বাংলা একাডেমী মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও বলিষ্ঠতায় অগ্রবর্তী হবে।

আমি মনে করি ভাষা আন্দোলন ও বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাথে একই সূত্রে গাঁথা। আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা একাডেমীর কর্মকাণ্ডে সবসময় আগ্রহী ছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশে স্বাধীনতার পর বাংলা একাডেমীর সাংগঠনিক পরিধিও বিস্তৃত হয়। এই একাডেমীর চত্বরে দাঁড়িয়েই তিনি রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাংলা একাডেমীর সুচিন্তিত কার্যক্রমের মাধ্যমে আশু বাস্তবায়িত হবে, এই প্রত্যাশা এখন সমগ্র জাতির।

বাংলা একাডেমী তার আদর্শ ও লক্ষ্য সুচারুভাবে পালন করে আমাদের ভাষা-সাহিত্যের উন্নয়নের পথ সুগম করুক—এটিই আমাদের আন্তরিক কামনা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ